কুমিল্লায় মাদ্রাসার নামে ভূমি দস্যুতা

মাদ্রাসার নামে পৈত্রিক সম্পত্তি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বপ্নে হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) পিলার গাঁথতে দেখে মা এবং ভাইদের জমিতে মাদ্রাসা সম্প্রসারণ করেছেন হাজী এইচএম বেলায়েত হোসেন মনসুর। তার সঙ্গে মওলানা ইউসুফ নামে একজন জিন হুজুরও আছেন বলে তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানাধীন ১৪নং আলকরা ইউনিয়নের কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামে প্রচার করছেন... প্রতিবেদন লিখেছেন **খোন্দকার তানভীর জামিল**

কুঞ্জশ্রীপুর মোমেনা রশীদ নূরানী মাদ্রাসা (সামনে দখলকৃত জায়গা)

প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে আছেন ছোট ভাই এইচ এম গিয়াসউদ্দিন ওরফে জসীম। টু-পাইস কামানোর ধান্ধায় তাদের দু'জনকে স্থানীয় কিছু টাউট-বাটপার ৪ ভাইয়ের বিরুদ্ধে উসকে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। হাজী বেলায়েত কুমিল্লার জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেছেন, তার ৪ ভাই মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যেকোনো সময় মাদ্রাসার রান্নাঘর ও পায়খানায় আগুন লাগিয়ে দেয়া হতে পারে। কিন্তু এর পরপরই সরেজমিন তদন্ত শেষে পুলিশ ওই অভিযোগের সত্যতা পায়নি বলে রিপোর্ট দিয়েছে। হাজী বেলায়েত এ ব্যাপারে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'পুলিশে ঘুষ খাইয়া মিথ্যা রিপোর্ট দিছে। তাই আমি এর বিরুদ্ধে নারাজি দিছি। এখন ম্যাজিস্ট্রেট আইবো, ফৌজদারী অইবো দেইখবেন।' এসব কথা তিনি কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছেও বলে বেড়াচ্ছেন। এ ব্যাপারে তার আরেক ভাই এইচ এম সেলিম জাহাঙ্গীর চৌদ্দগ্রাম থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন। এ দিকে সম্পত্তি নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিরোধের জের ধরে ২ বছর আগের ঘটে যাওয়া পাশের রাজবল্লভপুর গ্রামের ট্রিপল মার্ডার ঘটনার পুনরাবৃত্তি এখানেও ঘটতে পারে বলে কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামবাসীদের আশঙ্কা। কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামের শেষপ্রান্তে মরহুম এইচএম রশীদের বসত বাড়িটি পীর সাহব বাড়ি নামে পরিচিত। জমির পরিমাণ ৩.৪ একর। এখানে একটি অর্ধসমাপ্ত দোতলা দালান, একটি সেমিপাকা দালান, দুটি পুকুর এবং একটি বাগান রয়েছে। তবে বাড়ির একটি পায়খানা পড়েছে পাশের রাজবল্লভপুর গ্রামে। এখানে তার বেশ খানিকটা জমি আছে। তারপরেই পারিবারিক গোরস্থান। ২০০২ সালের ২২ জুলাই হাসান আব্দুর রশীদের মৃত্যুর পর তার শেষ ইচ্ছা অনুসারে এখানেই তার মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হয়। কিন্তু ওই দিন তাকে বাড়ির সামনে মাদ্রাসা সংলগ্ন জায়গায় দাফনের চেষ্টা করেছিলেন হাজী মনসুর ও জসীম। উদ্দেশ্য পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে মাজারকেন্দ্রিক পীর ব্যবসা চালু। এ কাজে তিনি মাদ্রাসাকেও ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

পীর সাহেব বাড়ি কমপ্লেক্সের সামনে এবং পদুয়া ও গুণবতী রোডের পাশেই হাসান আব্দুর রশীদের স্ত্রী মোমেনা খাতুনের নামে ২২ শতক জমি ছিল। ১৯৯৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি এর মধ্য থেকে ১২ শতক জমি মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করে রেজিস্ট্রি করে দেন। আর তিনি রেজিস্ট্রি দলিল মোতাবেক তার বড় ছেলে এইচএম মীর কাশেমকে মাদ্রাসার মতোয়াল্লি নিযুক্ত করেন। তার মৃত্যুর পর অথবা তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে দ্বিতীয় ছেলে ওই দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে তার ৬ ছেলের মতোয়াল্লি নিযুক্ত হবার কথা দলিলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কর্মস্থল চট্টগ্রাম হলেও মতোয়াল্লির দায়িত্ব পালনে নিয়মিত গ্রামে যাতায়াত করতেন মীর কাশেম। আর গ্রামে থেকে মাদ্রাসা দেখাশোনা করতেন হাজী মনসুর । কিন্তু ২০০০ সালে বড় ভাই মীর কাশেমকে অযোগ্য ঘোষণা করে জোর পূর্বক মাদ্রাসার স্বঘোষিত মতোয়াল্লি হন হাজী মনসুর । সময় তিনি তার মা মোমেনা খাতুনের ১০ শতাংশ জমিতে মাদ্রাসা সম্প্রসারণ করেন। ২০০১ সালের ১০ মে গিয়াসউদ্দিন মাদ্রাসার পশ্চিম পাশে ৮ শতক জমি মসজিদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। আর ওই দলিলে তিনি উল্লেখ করেন, 'পীর সাহেব বাড়ি কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা হাজী বেলায়েত জীবিত থাকা পর্যন্ত মাদ্রাসা ও জামে মসজিদের দায়িত্ব পালন করিবেন।' মূলত হাজী বেলায়েত মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত সুকৌশলে তার ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছেন বলে অন্যান্য ভাইদের অভিযোগ। এ ছাড়াও ওই সময় মাদ্রাসার উত্তর পাশে একই গ্রামের নূরুল হক মাস্টার ও তার স্ত্রীকে মৃত্যুর পর কবর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোমেনা রশিদ নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসার নামে তার কাছ থেকে বেশ কিছু জমি লিখে নেয়া হয়। হাসান আব্দুর রশিদের মৃত্যুর ১ মাস পর তিনি মারা গেলেও তাকে অন্যত্র দাফন করা হয়। 'মাদ্রাসার পাশে দাফন করলে কবরে শান্তি' এই অহেতুক ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে মাদ্রাসার পাশে রাতারাতি একটি কবরস্থান তৈরির পরিকল্পনা নেয় হাজী মনসুর আর তা বাস্তবায়নের জন্য পিতার মৃত্যুর পর ওই জায়গায় তাকে দাফন করার চেষ্টা করেছিলো যাতে করে উক্ত কবরস্থানের জায়গায় কবর বিক্রি এবং দান সাদকা ও দয়াদাক্ষিণ্য থেকে অর্থ আয়ের একটি উপায় বের করা যায়। কিন্তু তাকে রাজবল্লভপুরে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হলে হাজী বেলায়েতের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। এরপর ভাইবোনদের মধ্যে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

এ সময় ৬ ছেলের নামে হেবাকৃত ৩.৪ একর জমি স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান খোন্দকার

আফজালুর রহমান কামাল বন্টন করে দেন ২০০৩ সালের ৩ অক্টোবর। আর ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৬ ভাইয়ের মধ্যে বন্টননামা দলিল মোতাবেক জমি রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয়। কিন্তু তার পরেও মাদ্রাসার রান্নাঘর ও পায়খানা তৈরি করা হয়েছে এইচএম মীর হোসেনের জায়গায়। এ ছাড়া হাজী বেলায়েত বড় ভাইয়ের ভাগে পাওয়া জায়গায় জোর করে অবস্থান করছে। সেখানে পায়খানা থাকা সত্ত্বেও তার মেজ ভাই মীর শাজাহানের জমিতে আরেকটি পায়খানা তৈরি করেছে। বাড়ির মেয়েদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা পুকুরটি এখন হাজী বেলায়েতের নির্দেশে মাদ্রাসার ছাত্ররা ব্যবহার করে থাকে। শিক্ষকদের অপমান ও ছাত্রদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করায় বর্তমানে ছাত্রের সংখ্যা এখন মাত্র ২৭০ আর শিক্ষকের সংখ্যা মাত্র ৪ জন। অন্যান্য ভাইয়েরা এখন মাদ্রাসায় ঢুকতেও পারে না। হাজী বেলায়েতের এসব অপকর্মের প্রতিবাদ করায় তিনি ডিসি অফিসে তার ভাইদের বিরুদ্ধে মসজিদ ও মাদ্রাসা ধ্বংসের অভিযোগ করেন। গত ১৩ জুন সকালে চৌদ্দগ্রাম থানার এসআই শরিফুল ইসলাম তদন্তে আসেন। ১৬ জুন তার পেশ করা তদন্ত প্রতিবেদনে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, 'সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো আশঙ্কা নেই'। এ সম্পর্কে হাজী বেলায়েত বলেছেন, 'দারোগা ঘুষ খেয়ে মিথ্যা রিপোর্ট দিছে, আমি এর বিরুদ্ধে নারাজি দিছি।' এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে এসআই শরিফুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'আমি সরেজমিন তদন্তে যা পেয়েছি, তাই লিখেছি। এ ছাড়া আমার মনে হয় হাজী বেলায়েত তার ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি একাই গ্রাস করতে চাইছে।'

এদিকে হাজী বেলায়েত মাদ্রাসা মসজিদ তার দখলে রাখতে আঁটঘাট বেঁধে মাঠে নেমেছেন। এ অবস্থায় গ্রামে অবস্থানকারী তার ভাই সেলিম সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। যেকোনো সময় বড় কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। জানা গেছে, হাজী বেলায়েত তার মাকে এই বলে হুমকি দিয়েছেন যে, তার কথামত কাজ না করলে তাকেও রাজবল্লভ পুরের কামালের মায়ের মতো জেলের ঘানি টানতে হবে। ফলে বৃদ্ধা মোমেনা খাতুন হাজী বেলায়েত ও জসিমের সব অপকর্মে কলের পুতুলের মতো সায় দিয়ে যাচ্ছেন। তার পরেও গ্রামে অবস্থানকারী সেলিমকে ভিটেছাড়া করতে ডিসি অফিসে দরখাস্ত এবং তার কাছে অস্ত্র আছে বলেও প্রচার করছেন হাজী বেলায়েত। কিন্তু পুলিশের তদন্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তবুও হাল ছাড়েননি তিনি। নিজেই মাদ্রাসায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে তার দায় সেলিমের ওপর চাপাতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ৫ ভাইবোন। মূলত বসতবাড়ির ৩ একর, মা ও বাবার নামে আরো সাড়ে ৩ একর এবং অন্যান্য ভাইবোনের নামে আরো ৩ একর- সব মিলিয়ে প্রায় ১০ একর সম্পত্তি থেকে ভাইদেরকে বঞ্চিত করতে ধর্মের নামে জল ঘোলা করছেন হাজী বেলায়েত ও গিয়াসউদ্দিন জসিম।

গত ৬ জুলাই কুঞ্জশ্রীপুর গ্রামের মোমেনা রশীদ মাদ্রাসার অফিসে কথা হয় হাজী মনসুরের সঙ্গে। এ ছাড়াও ফোনে তার সঙ্গে কয়েকবার সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে কথা বলা হয়েছে।

দখলদার হাজী বেলায়েত হোসেন মনসুর ৮ বছর আগে এমন ছিলেন, এখন তিনি 'মস্ত হুজুর'

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি মসজিদ-মাদ্রাসার নামে পৈত্রিক সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ আছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

হাজী বেলায়েত : আমি ডিসি অফিসে দরখাস্ত দিছি, কাগজপত্রও দিছি আর সেই কাগজপত্রের কপি আপনাকেও দিছি। আপনার যা খুশি তাই লেখেন। এর বেশি আমি আর কিছু কমু না।

২০০০ : ডিসি অফিসে আপনি কি নিয়ে অভিযোগ করেছেন?

বেলায়েত : এটা আমাদের পারিবারিক ঝামেলার সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসারও ঝামেলা।

২০০০ : মাদ্রাসা নিয়ে ঝামেলা কিসের?

বেলায়েত : আমার ভাই মীর হাসান যখন মাদ্রাসার পরিচালক ছিল তখন পাকঘর ও পায়খানার জায়গাটা মাদ্রাসায় দিছিল। সে এখন এগুলা পুড়ায়ে দিবে- এ কথা আমি ডিসি অফিসে দেয়া অভিযোগে লিখছি।

২০০০ : আপনি ডিসি অফিসে অনেক কাগজপত্র দিলেও মাদ্রাসার দলিলের ফটোকপি দেননি কেন?

বেলায়েত : এটা আমগো পারিবারিক ঝামেলা। তাই...

২০০০ : কিন্তু আপনি তো স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন যে, আপনার ভাইরা মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে। তাহলে মাদ্রাসার দলিলের কপি দেননি কেন?

বেলায়েত : দেই নাই- দিমু, তদন্ত যখন হইবো...

২০০০ : নাকি ওই দলিল মোতাবেক আপনার বড় ভাই মাদ্রাসার মোতোয়াল্লি বলেই আপনি দলিল দেননি?

বেলায়েত : কইলাম তো তদন্তের সময় দিমু। কাগজপত্র আরো আছে- সবই দিমু।

২০০০ : আপনি নাকি আপনার ভাইদের মাদ্রাসায় ঢুকতে দেন না?

বেলায়েত : তারা দায়িত্ব নিলে আমি এখনি চলি যামু।

২০০০ : মাদ্রাসার ছাত্রদের ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ আছে।

বেলায়েত : তদন্ত করি দেখেন, আমি তো বলুম না। একজন শিক্ষক ছাত্রদের মাইরবে শয়তানির জন্য, চুরির জন্য- এ্যাল্লাই যদি সাংবাদিকগো কাছে রিপোর্ট যায়- হেরা যদি দু'কলম লিখি দেয়- তয় আমার কিছু করার নাই... শাসন না কইরলে পোলাপান মানুষ অয় না।

২০০০ : আপনি তো ১০-১২ জন শিক্ষককে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বেলায়েত : এটা মীর হাসানের অভিযোগ।

২০০০ : ইউপি চেয়ারম্যান এসে আপনাদের ৬ ভাইয়ের জমি ভাগ করে দিয়েছেন। এরপরও তার সঙ্গে আপনার বিরোধ কেন?

বেলায়েত : আমার ৫ ডেসিম্যাল জমি অনো বুঝাই দেয় নাই। আমি সিঙ্গাপুর থেকে যে টাকা পাঠাইছি সে টাকায় যৌথ ব্যবসা করছে, পরে নিজের নামে নতুন ব্যবসা কইরছে। আর আগের ব্যবসার ট্যাক্স দেয় নাই বইলা আমার নামে ইনকাম ট্যাক্সের মামলা হইছে- মাল ক্রোকের অর্ডার হইছে- এগুলি সব মীর হাসানের ষড়যন্ত্র। আর ঢাকার মাগুয় ৮০ কাঠা জমি কিনছে। এর মধ্যে ৬ কাঠা আমারে রেজিস্ট্রি করি দিলেও বুঝাই দেয় না।

২০০০ : এই ৫ শতক জমি কোনটি?

বেলায়েত : যেখানে মাদ্রাসার পাকঘর, পায়খানা আছে।

২০০০ : আপনি ডিসি অভিযোগের পর পুলিশের সরেজমিন তদন্ত শেষে রিপোর্ট দিয়েছে, 'এখানে শান্তিভঙ্গের কোনো আশঙ্কা নাই।'

বেলায়েত : দারোগা ঘুষ খাইয়া রিপোর্ট দিছে। আমি এর বিরুদ্ধে নারাজি দিমু। এরপর ম্যাজিস্ট্রেট আইবো, ফৌজদারি হইবো, আরো কতো কি হইবো, দেইখবেন।

২০০০ : আপনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন, হযরত মোহাম্মদকে (সাঃ) মাদ্রাসার জন্য আপনার ভাইয়ের জমিতে খুঁটি গাড়তে আর আপনার কাছে নাকি মওলানা ইউসুফ নামে একজন জিন হুজুর আছে?

বেলায়েত : এগুলি মিথ্যা কথা।

২০০০ : আপনার আম্মা মাদ্রাসার জন্য ১২ শতাংশ জমি দিয়েছেন? বাকি ১০ শতাংশ দখল করেছেন কেন?

বেলায়েত : আম্মা ওইটা মুখে দিয়ে দিছে- তয় অহনো রেজিস্ট্রি করি দেয় নাই।

হাজী মনসুরের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং পীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট ভণ্ডামি এবং নিজের ভাইদের সম্পত্তি জবর দখল নিয়ে এলাকাবাসী বেশ অতিষ্ঠ। এলাকার চেয়ারম্যান এবং গ্রামের লোকজন বিষয়টা সমাধা করে দেয়ার চেষ্টা করলেও তা তিনি প্রত্যাখ্যান করে সুকৌশলে। সালিশের রায় মেনে নেয় কিন্তু দখলকৃত জায়গা ছাড়ে না। অনেকটা 'বিচার মানি তালগাছ আমার' স্টাইল।